প্রার্থনা, উপবাস ও পবিত্রকরণ ২০২২

সঙ্গে থাকা

ঈশ্বরের বাক্যের পরাক্রম ও সৌন্দর্য

সঙ্গে থাকা

ঈশ্বরের বাক্যের পরাক্রম ও সৌন্দর্য

© সকল স্বত্তাধিকার ইভরি ন্যাশন চার্চ ও মিনিস্ট্রি ২০২২ কর্তৃক সংরক্ষিত

উদ্ধৃত সকল বাইবেলের উদ্ধৃতি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা সমকালীন ভার্সন থেকে নেওয়া। ইভরি ন্যাশন মিনিষ্ট্রি ও ইভরি ন্যাশন বাংলাদেশ কর্তৃক অধিকার সংরক্ষিত ও প্রকাশিত।

EveryNation.org/Fasting   #ENfast2022

সুচিপত্র

উপবাসের জন্য প্রস্তুতি ২

আমার পরিকল্পনা. ৫

ভুমিকা: ঈশ্বরের বাক্য রুটির মতো ১৩

দিবস ১: ঈশ্বরের বাক্য একটি বীজের মতো ১৭

দিবস ২: ঈশ্বরের বাক্য আলোর মতো ২১

দিবস ৩: ঈশ্বরের বাক্য আয়নার মতো ২৫

দিবস ৪: ঈশ্বরের বাক্য একটি বাস্তুলের মতো ২৯

দিবস ৬: ঈশ্বরের বাক্য তলোয়ারের মতো ৩৩

উপসংহার: ঈশ্বরের বাক্য আমাদের ভিত্তি ৩৭

উপবাসের প্রস্তুতি

উপবাস কেন?

উপবাস হলো একটি আত্মিক উপাদান যা ঈশ্বর তাঁর স্বর্গরাজ্য বিস্তারে, জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে, পুণর্জারণ তৈরিতে, ও মানুষের জীবনে বিজয় আনয়নে ব্যবহার করেন। ইভরি ন্যাশন মন্ডলী এবং ক্যাম্পাস মিনিস্ট্রি প্রতি বছর ৫ দিন ব্যাপী প্রার্থনা আর উপবাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নম্র ও আগমনী বছরে নিজেদের কে তাঁর নিকঠ পবিত্র উপস্থাপন আর কর্পোরেটগতভাবে সাফল্যের জন্য সম্মতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুরু করি ।

যীশু উপবাস করেছিলেন

> এরপর দিয়াবল যেন যীশুকে পরীক্ষা করতে পারে তাই আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। একটানা চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত সেখানে উপোস করে কাটানোর পর যীশু ক্ষুধিত হলেন। *মথি ৪:১-২ পদ।*

এরপর যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে জর্দান নদী থেকে ফিরে এলেন: আর আত্মার পরিচালনায় প্রান্তরের মধ্যে গেলেন। ***লুক ৪:১৪ পদ।***

যীশু জানতেন যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে আত্মিক শক্তির দরকার হবে। উপবাস আমাদের কে ঈশ্বরের কার্য সম্পাদনে আত্মিকভাবে শক্তিশালী করে।

উপবাস নম্রতা ও পবিত্রকরণের একটি পদক্ষেপ

অহবা নদীর কাছে আমি ঘোষণা করলাম, ঈশ্বরের কাছে আমাদের বিনীত প্রতিপন্ন করার জন্য আমরা সকলে উপবাস করব। ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের ও আমাদের সন্ততিদের এবং আমাদের বিষয় সম্পত্তির নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রার্থনা করতে চেয়েছিলাম। ***এজরা ৮:২১ পদ।***

প্রার্থনা এবং উপবাসের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রার্থনার ঈশ্বরের উত্তর পাই।

উপবাস আমাদেরকে পবিত্র-আত্মা সম্পর্কে সংবেদনশীল হকে সহায়তা করে

তাঁরা প্রভুর সেবায় রত ছিলেন ও উপবাস করছিলেন। সেই সময় একদিন পবিত্র আত্মা বললেন, ‘বার্ণবা ও শৌলকে আমার জন্য পৃথক করে দাও; কারণ একটি বিশেষ কাজের জন্য আমি তাদের মনোনীত করেছি। *প্রেরিত ১৩: ২ পদ*

আমরা যখন আমাদের স্বাভাবিক বাসনা আর জাগতিক আকর্ষণ সমূহকে বিসজর্ন দিই তখন আমরা ঈশ্বরের রব/শব্দ সম্পর্কে আরো সংবেদনশীল হয়ে উঠি। তখন আমরা ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য করতে সমর্থ হই ও তাঁর ইচ্ছায় নিজেদের সমর্পণ করতে পারি।

উপবাস আত্মিক পুনর্জাগরণ ঘটায়

> তোমার লোকেরা প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষকে পুনর্নির্মাণ করবেএবং বহুকাল পূর্বের ভিত্তিমূলগুলি আবার গেঁথে তুলবে; তোমাকে বলা হবে ভগ্ন প্রাচীরগুলির মেরামতকারী, পথসমূহ ও বসবাসের স্থানগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী। ***যিশাইয় ৫৮:১২ পদ।***

পুরো ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় যে ঈশ্বর প্রার্থনা আর উপবোসে সাড়া দিয়ে পুনর্জাগরণের মাধ্যমে জাতিগনকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। উপবাস আমাদের প্রর্থনা ও যাচনায় বিজয় লাভে সাহায্য করে।

উপবাস স্বাস্থ্যকর

বিষাক্ত পদার্থ থেকে উপবাস আপনার পাক-তন্ত্রকে পরিস্কার করে। চিকিৎসকেরা উপবাসকে বিশেষ কিছু চর্মরোগ ও ব্যাধির নিরাময় হিসেবে বিবেচনা করে। উপবাস শৃংখলা আমাদের জীবনের ক্ষতিকর আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

আপনার উপবাস পরিকল্পনা

তারপর যিহোশূয় তাদের বললেন, ‘‘নিজেদের পবিত্র করো। আগামীকাল প্রভু তোমাদের উপস্থিতিতে কিছু আশ্চর্য কাজ করবেন’’। যিহোশূয় ৩:৫ পদ।

প্রার্থনা করুন: উপবাসের পূর্বে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন করে সময় কাটান। প্রার্থনা পবিত্র আত্মার নির্দেশনা প্রত্যাশা করুন। ৭-৯ পৃষ্ঠার বর্ণানুযায়ী আপনার বিশ্বাসের লক্ষ্য ও আপনার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, মন্ডলী এবং জাতির জন্য বিশেষ প্রার্থনার বিষয় লিখে রাখুন।

সমর্পন করুন: আপনি যে ধরনের উপবাসের মধ্য দিয়ে যেতে চান তার জন্য প্রার্থনা করুন এবং সময়ের আগেই তাতে নিজেকে সমর্পণ করুন। ৫ম পৃষ্ঠায় আপনার পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করুন। আপনার সিদ্ধান্ত সমূহ অনুসরণে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করুন।

পদক্ষেপ নিন: উপবাসের আগে থেকেই খাবার অল্প পরিমানের খেতে শুরু করুন। উচ্চমাত্রার সুগার আর চর্বি সমৃদ্ধ খাবার পরিহার করুন। উপবাস সপ্তাহে আপনার শারীরিক আর সামাজিক কার্যক্রম

সীমিত করুন। উপবাস সপ্তাহের পুরো সময়টা জুড়ে আপনার সাথে থাকার জন্য কাউকে খুঁজে নিন আর ৫ম পৃষ্ঠায় তার সাক্ষর নিন।

টীকা: আপনি যদি গর্ভবতি, সেবাগ্রহন বা প্রতিষেধক গ্রহন করে থাকেন তাহলে আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। আপনার বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে যদি আপনি পূর্ণ উপবাস করতে না পারেন তাহলে আপনার ক্ষেত্রে যা উত্তম মনে করেন তাতে সংকল্পবদ্ধ থাকুন।

উপবাসের সময়

কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন: ‘শাস্ত্রে একথা লেখা আছে, ‘মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রত্যেকটি বাক্যেই বাঁচে। ***মথি ৪:৪ পদ।***

লক্ষ্য রাখুন: আরাধনার মধ্য দিয়ে কাজ করার জন্য সময় আলাদা করে রাখুন। ঈশ্বরের বাক্য আর পবিত্র আত্মার পরিচালনার প্রতি সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকুন ।

প্রার্থনা করুন: আপনার স্থানীয় মন্ডলীর সাথে অন্তত পক্ষে একটি প্রার্থনা সভায় অংশ গ্রহন করুন। সপ্তাহজুড়ে আপনার পরিবার, মন্ডলী, পালকদের, জাতি, ক্যাম্পাস ও মিশনের জন্য প্রার্থনা করুন।

পূর্ণ হউন: খাবারের সময়ে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করুন। পর্যাপ্ত পরিমানে জল গ্রহন করুন আর যতটা আপনার পক্ষে সম্ভব বিশ্রাম নিন। শারীরের সাময়ীক দুর্বলতা আর সহিঞ্চুহীন ও বিরক্তি বোধের মতো মানসিক অসন্তোষ মোকাবিলা করুন।

উপবাস সমাপ্তিকরণ

আমরা এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে আমরা যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর কাছে কিছু চাই তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন; আর আমরা যদি সত্যি জানি যে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন তবে জানতে হবে যে আমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছি তা পেয়ে গিয়েছি। ***১ম যোহন ৫:১৪-১৫ পদ।***

ভোজন করুন: শক্ত খাবার ধীরে ধীরে গ্রহন করুন। স্বাভাবিক খাদ্যাভাসে অভ্যস্থ হতে শরীর সময় নিতে পারে। প্রাথমিকভাবে ফল-ফলাধি, কোমল পানীয়/শরবত ও সালাদ দিয়ে শুরু করুন, আর তারপর যুক্ত করুন শাক-সবজি। দিনজড়ে অল্প পরিমানের খাবার গ্রহন করুন।

প্রার্থনা করুন: প্রার্থনা করা থামাবেন না! ঈশ্বরের বিশ্বস্থ্তা আর সময়ের উপর নির্ভর করুন। এই নব-উদঘাটিত উৎসাহ সারা বছর ধরে রাখুন।

আমার পরিকল্পনা

দিবস ১

☐ কেবল পানি ☐ কেবল তরল খাবার ☐ কেবল ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

দিবস ২

☐ কেবল পানি ☐ কেবল তরল খাবার ☐ কেবল ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

দিবস ৩

☐কেবল পানি ☐ কেবল তরল খাবার ☐ O কেবল ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

দিবস ৪

☐কেবল পানি ☐ কেবল তরল খাবার ☐ কেবল ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

দিবস ৫

☐কেবল পানি ☐ কেবল তরল খাবার ☐ কেবল ১ বেলা খাবার ☐ অন্যান্য:

☐ প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহন:

“আবার, আমি সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে দুজন এই পৃথিবীতে একমত হয়ে যা কিছু চাইবে, আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের জন্য তাই করবেন”। ***মথি ১৮:১৯ পদ।***

আমার প্রার্থনা-সঙ্গী..

____

আমি ঈশ্বরের নিকঠ কৃতজ্ঞ এই জন্য যে...

যেসব প্রার্থনার উত্তর পেয়েছি

উল্লেখযোগ্য মুহুর্ত, উত্তর পাওয়া প্রার্থনা সমূহ আর ২০২১ সালে লব্ধ শিক্ষা সমূহের তালিকা তৈরি করুন।

২০২২ সালে, আমি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুসমূহে ঈশ্বরের সন্ধান করব এবং বিশ্বাস করব:

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের লক্ষ্য সমূহ

আত্মিক পুনর্জাগরণ • শারীরিক সুস্থতা • সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যতা • প্রচুর উদারতা. . .

আমার পরিবার

সম্পর্কের পুণঃস্থাপন • পারিবার-পরিজনের পরিত্রান ....

আমার শিক্ষা/কেরিয়ার

উৎকর্ষ • পদোন্নতি

আমার পরিচর্যা/মিনিস্ট্রি

ছোট দলের উন্নতি করা • আমার সহকর্মি আর সহপাঠির পরিত্রান···

আমি যাদের জন্য প্রার্থনায় নিজেকে সমপর্ণ করছি…

নাম	প্রার্থনার অনুরোধ

আমি যাদের জন্য প্রার্থনা সমর্থন করছি……

আমার মণ্ডলী

মণ্ডলীর নেতৃত্ব • সরবরাহ • শীষ্যত্ব পরিচর্যা

আমার সম্প্রদায়/সমাজ

ক্যাম্পাস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ • স্থানীয় সরকার • বহিঃপ্রচার সুযোগ

আমার দেশ

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী • আত্মিক জাগরণ • অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি • শান্তি-শৃংখলা

বর্তমানে সারা বিশ্বের ৮১ দেশে ইভরি ন্যাশনের মণ্ডলী রয়েছে

প্রজন্মের স্বপ্ন বাস্তবায়ন

আমাদের প্রজন্মের সব জাতিতে ঈশ্বরের বাক্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন, আর তিনি আমাদের মিশন ও সময়সীমা প্রদান করেছেন। আমাদের উচিৎ সমস্ত জাতির জন্য প্রার্থনা করা, ক্যাম্পাসকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সু-সমাচারের শক্তি অনুধাবন করা।

১১৪টি অবশিষ্ট দেশের জন্য প্রার্থনা করতে থাকুন আর বিশ্বাস করুন যেন ঈশ্বর মণ্ডলী স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন।

আফগানিস্তান
আলবেনিয়া
আলজেরিয়া
এন্ডোরা
এন্টগা ও বার্বুডা
আর্জেন্টিনা
আযারবাইজান
বাহামাস
বার্বেইডস
বেলারুস
বেলিয
বেনিন
বসনিয়া ও
হার্ৎসেগোভিনা
বুলগেরিয়া
বার্কীনা ফাসু
ক্যাইফভার্ড
ক্যামেরুন
সেন্ট্রাল আফ্রিকা
চাদ

কমরুস
কঙ্গো
কোস্টারিকা
আইবরিকোস্ট
কিউবা
সাইপ্রাস
চেক রিপাবলিক
কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
ডেনমার্ক
জিবুটি
ডমিনিকা
ইকুয়াডুর
মিশর
এল স্যালভাডোর
ইকুয়াটরিয়াল ঘীনি
ইরেট্রেইয়া
এস্টানিয়া
ইথিওপিয়া
ফিনল্যাণ্ড
গাম্বিয়া

গ্রীস
গ্রেনেইডা
গুয়াটেমালা
ঘীনি
ঘীনি-বিসাও
গায়ানা
হেয়টি
হাঙ্গেরি
আইসল্যাণ্ড
ইরাক
ইটালী
জ্যামাইকা
কেনইয়া
ক্রিবাটি
লাটভিয়া
লেবানন
ল্যাসোটো
লাইবেরিয়া
লিবিয়া
লিক্টেনস্টাইন

লিথুনিয়া
লুস্নেমবার্গ
ম্যাসেডোনিয়া
মাডাগাস্কার
মালি
মাল্টা
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ
মউরিটেনিয়া
মাইক্রোনিশিয়া
মাল্ডৌভা
মোনাকো
মন্টেনিগ্রো
মরক্কো
নাওউরো
নাইজার
দক্ষিন কোরিয়া
নরওয়ে
পালাও
প্যালেস্টিন
প্যারাগুয়ে

রাশিয়া
রোয়ান্ডা
সেইন্ট কিটস এন্ড
নেভিস
সেইন্ট লুসিয়া
সেইন্ট ভিন্সেন্ট
এন্ড গ্রেনেইডা
সামুয়া
স্যানম্যারিনো
সাঁওটমি এণ্ড
প্রিন্সিপেই
সেনেগল
সার্বিয়া
সেইশ্যাল্স
স্লোভাকিয়া
স্লোবেনিয়া
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ
সোমালিয়া
দক্ষিন সুদান
সুরিনাম

সুইডেন
সুইৎজারল্যাণ্ড
সিরিয়া
তানজনিয়া
টোঙ্গা
ট্রিনিদাদ এণ্ড
টবেইগো
তিউনিশিয়া
তুর্কেমেনিস্তান
টুভালু
ইউরোগোয়ে
উজবেকিস্তান
ভানোয়াটু
ভ্যাটিকান সিটি
ইয়েমেন

বিশ্বজুড়ে ৪৫৮ টি ইভরি ন্যাশন মণ্ডলী ও ৮৮ টি মণ্ডলীর যাত্রা*

আরও অধিক মণ্ডলী স্থাপনের জন্য প্রার্থনা করুন

> আমাকে জিজ্ঞাসা করো, আর আমি জাতিগণকে তোমার অধিকার করব,পৃথিবীর শেষ প্রান্ত তোমার অধীনস্থ হবে। ***গীতসংহিতা ২:৮ পদ***

নিম্নোক্ত দেশগুলোর মণ্ডলীগুলোর নতুন স্থাপিত মণ্ডলী সমূহের জন্য প্রার্থনা করুন, যখন তারা শিষ্য তৈরি ও জনগোষ্টিতে সহায়তা ও শহরগুলিতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের যাত্রা শুরু করেছে।

আর্মিনিয়া
অস্ট্রেলিয়া
বৎসওয়ানা
ব্রাজিল
ক্যাম্বোডিয়া
ক্যানাডা
চীন
ক্রোয়েশিয়া
ফ্রান্স
গ্যাবন
জর্জিয়া
হন্ডিওরায
ভারত
ইন্দোনেশিয়া
ইরান
কাজাকাস্তান
লাওস
মালাওয়ী
মালদ্বীপ
মেক্সিকো
মঙ্গোলিয়া
মোজাম্বিক
নেপল
হল্যান্ড
নিউযিল্যাল্যাণ্ড
নিকারাগুয়ে
নাইজেরিয়া
পানামা
পর্তুগাল
রোমানিয়া
দক্ষিন আফ্রিকা
তাজিকিস্তান
টিমোর-ল্যাস্টে
সংযুক্ত আরব আমিরাত
যুক্তরাষ্ট্র
ভিয়েতনাম
জাম্বিয়া
যিম্বাবুয়েই

** ২০২১ এর মে’রি হিসাব অনুযায়ী*

১,৯০৫ টি সক্রিয় ক্যাম্পাস মিনিস্ট্রি ও বহিঃপ্রচার*

"…. তোমরা ফসলের মালিকের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তিনি তাঁর শস্যক্ষেত্রে কর্মচারীদের পাঠান।"। ***মথি ৯:৩৮ পদ***

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পৌঁছে যাওয়ার স্বপ্ন।

আমরা ক্যাম্পাসে সু-সমাচার প্রচার করে এমন মণ্ডলী স্থাপন করি কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যদি আমরা ক্যাম্পাস পরিবর্তন করতে পারি, তাহলে আমরা ফলশ্রুতিতে পরিবার, কোন জাতি এবং এমনকি বিশ্বকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হবো। কলেজ ছাত্রছাত্রীদের কাছে সু-সমাচার পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমাদের ক্যাম্পাস মিনিস্ট্রি দায়বদ্ধ। ঈশ্বরের রাজ্যের সেবা করার জন্য, বিশ্বকে প্রভাবিত করার জন্য ও তাঁর বাক্য প্রচারের জন্য এটি আমাদের একটি আহ্বান।

প্রার্থনা করুন:

- এই বছরে যাতে নতুন ছাত্রছাত্রীরা সু-সমাচারের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে তার জন্য প্রার্থনা করুন।
- এই সময় যখন ক্যাম্পাস পরিচর্যাকারী এবং মণ্ডলী সমূহ ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রচার করছে ও তাদের শিষ্য হিসেবে গড়ে তোলছে, প্রার্থনা করুন যেন তারা প্রজ্ঞায় পরিচালিত হয়।
- যেন আরও বেশি ছাত্রছাত্রীদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যায় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ সমূহে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করুন।
- নতুন নতুন ক্যাম্পাসে যেন সু-সমাচার প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয় সেজন্য প্রার্থনা করুন।

**২০২১ এর মে'রি হিসাব অনুযায়ী*

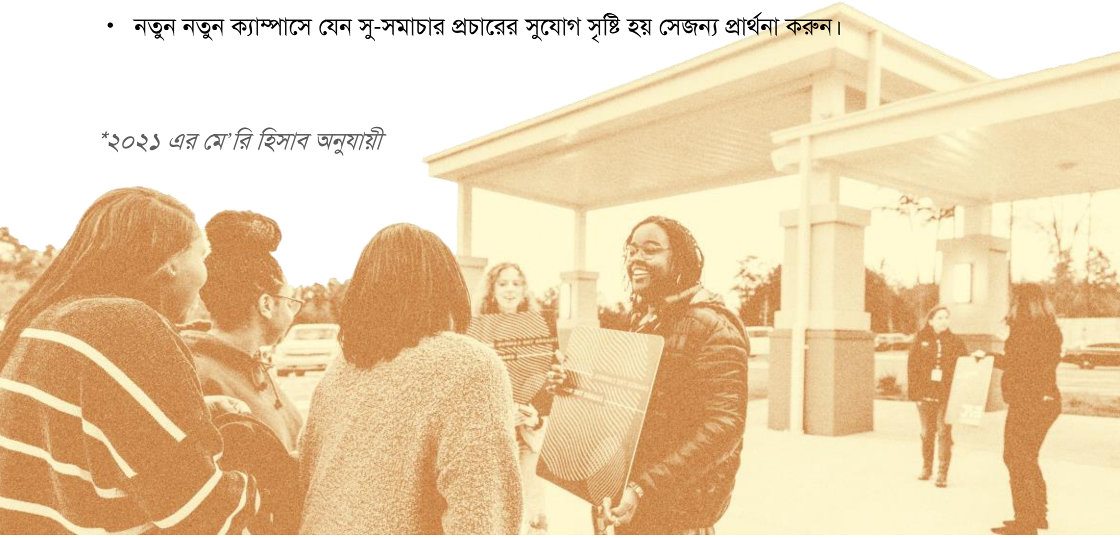

ভূমিকা

ঈশ্বরের বাক্য রুটির ন্যায়

দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১-২০ পদ পড়ুন

> তিনি তোমাদের অবনত করেছেন, ক্ষুধার্ত করেছেন, তারপর তোমাদের মান্না ভোজন করিয়েছেন, যার কথা তোমরা কিম্বা তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আগে কখনও জানতে না, এই উদ্দেশ্যে যে তোমরা যেন জানতে পার যে মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, প্রভু পরমেশ্বরও মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্যেই মানুষের জীবন বিধৃত। ***দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ পদ।***

আরও পড়ুন: মথি ৪:৩-৪, লূক ৪:১-৪ ও যোহন ৪:৩৪ পদ

প্রাচীন Near East বা বর্তমান মধ্য প্রাচ্যের লোকদের কাছে রুটি ছিল খাদ্য তালিকার প্রধান। এমনকি আজকের দিনেও অনেক সংস্কৃতিতে বিশেষ বিশেষ ধরনের রুটি তাদের খাদ্য তালিকা বিদ্যমান। যেমন ফ্রান্সে রয়েছে মচমচে বাগেট রুটি, ভারতের রয়েছে খামি-বিহীন রুটি, ইথিওপিয়ায় রয়েছে ইনজেরা নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট রুটি, মেক্সিকোতে আছে পাতলা টর্টিলা রুটি এবং ফিলিপিন্সের আছে পাণ্ডিসাল নামের এক তুলতুলে নরম রুটি।

কিন্তু দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩ পদে মূসা বা মোশি ঘোষণা করেছেন যে মানুষ কেবল রুটি খেয়েই বাঁচে না। ইস্রায়েলীয়রা যখন মরুভূমিতে ছিল, তখন ঈশ্বর স্বর্গ থেকে মান্না নামক একটি রুটির মতো খাবার বর্ষণ করে তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন যখন তারা, যে দেশে রয়েছে প্রচুর খাদ্য, সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, মোশি সেই লোকদের মরুভূমিতে কে তাদের খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন সেই বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য সময় নেন। এবং যদিও তারা যে নতুন দেশে যাচ্ছে সেখানে বৃষ্টির ন্যায় স্বর্গ থেকে আসা রুটির প্রয়োজন হবে না, মোশি স্মরণ করিয়ে দেন

তবুও যেন ঈশ্বরের উপর তাদের নির্ভরতার পরিবর্তন না হয়। বরং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতার কারণেই তারা দেশে বেঁচে থাকবে এবং সেই দেশে উন্নতি সাধন করবে। ঠিক বেঁচে থাকার জন্য যেমন তাদের রুটির প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ঈশ্বরের বাক্য।

একইভাবে, ঈশ্বরের বাক্যের উপর আমাদের নির্ভরতা রুটির উপর আমাদের নির্ভরতার মতোই হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিদিনের উপবাসে আমাদের দেহ রুটি যে পুষ্টি সরবরাহ করে তা আরও বেশি করে কামনা করবে। কিন্তু এই কামনা, খাদ্যের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই প্রায় সর্বগ্রাসী সচেতনতা রুটি ন্যায় ঈশ্বরের বাক্যের এই রূপকটি আমাদের কাছে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমাদের শরীর যেমন রুটি কামনা করে, তেমনিভাবে আমাদের ঈশ্বরের বাক্য কামনা করা উচিত, প্রতিদিন তাঁর এবং আমাদের জন্য তাঁর বাক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবিরাম সচেতনতা মাধ্যমে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

বস্তুত, যোহনের সুসমাচারের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে যীশু নিজেই হলেন সেই ঈশ্বরের বাক্য। তিনি নিজেকে "জীবন রুটি" হিসেবে অভিহিত করেন, আর প্রতিশ্রুতি দেন যে, যে কেউ তার কাছে আসলে সে আর কখনই ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত হবে না। যখন আমরা তাঁর সামনে আসি এবং নিজেদের ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণ করি, তখন আমরা তাঁর পরিত্রাণ গ্রহন করি এবং সত্যিকার অর্থে নিজেদের পরিপূর্ণ করতে পারি।

ঈশ্বরের বাক্য সত্য। ঈশ্বরের বাক্য শক্তিশালী। আর ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমেই তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং আমরা পরিবর্তন হতে এবং তার জন্য বেঁচে থাকার জন্য শক্তিশালী হতে পারি।

এই সপ্তাহে আমরা যখন প্রার্থনা এবং উপবাসের মধ্য দিয়ে এবং প্রতিদিন রুটির জন্য আমাদের ক্ষুধার মধ্য দিয়ে যাব, তখন ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি যেন আমাদের ক্ষুধাও আরও বৃদ্ধি পায়।

আপনাকে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল এমন কোনো পরিস্থিতির কথা ভাবুন।
এই পরিস্থিতিতে আপনাকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন।

বিগত বছরে কোন পদ বা অনুচ্ছেদটি আপনাকে অনুপ্রানিত করেছিল? ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবনে বিশ্বস্ত এবং শক্তিশালী হওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করার জন্য সময় নিন।

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের টিকিয়ে রাখে বা অক্ষত রাখে

দ্বিতীয় বিবিরণ ৮:৩ পদ

তিনি তোমাদের অবনত করেছেন, ক্ষুধার্ত করেছেন, তারপর তোমাদের মান্না ভোজন করিয়েছেন, যার কথা তোমরা কিম্বা তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আগে কখনও জানতে না, এই উদ্দেশ্যে যে তোমরা যেন জানতে পার যে মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, প্রভু পরমেশ্বরও মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাক্যেই মানুষের জীবন বিধৃত।

ঈশ্বর, আমাদের বাইবেল/বাক্য উপহার দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার বাক্যের মাধ্যমে, তুমি আমার সাথে কথা বলো এবং আমাকে মনে করিয়ে দাও যে তুমি আমার সাথে রয়েছ। তুমি আমাকে তোমার চিরন্তন চরিত্র দেখাও, আর আমি তোমার বাক্যে ধ্যান করার সাথে সাথে তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে শিখি। প্রভু, আমি যেন প্রতিদিন তোমার বাক্যে বাস করার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করো, যে আকাঙ্ক্ষা তোমার সাথে থাকার মাধ্যমে বেড়ে উঠবে। তোমার বাক্য আমার আত্মাকে পুষ্ট করে এবং আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। এই সপ্তাহে আমি যখন প্রার্থনা, উপবাস এবং নিজেকে পবিত্র করছি, প্রার্থনা করি যেন তোমার প্রতি আমার জ্ঞান এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। যীশুর নামে-

আমিন

দিবস-১

ঈশ্বরের বাক্য একটি বীজের ন্যায়

১ পিতর ১:১৩-২৫ পড়ুন

> নশ্বর কোন বীজ থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের জীবন্ত চিরস্থায়ী বাক্যরূপী অবিনশ্বর বীজ থেকে তোমরা নবজন্ম লাভ করেছ। ***১ পিতর ১:২৩ পদ।***

আরও পড়ুন: মার্ক ৪:৩-৯ ও ১৩-২০ পদ

পিতর এই পদে আমাদের বলেন যে ঈশ্বরের অবিনশ্বর বীজের মাধ্যমেই আমরা পুনর্জন্ম লাভ করেছি। এর মাধ্যমে তিনি কি বুঝান? ঈশ্বরের বাক্যে আমরা আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যা করেছেন সেই সু-সংবাদ সম্পর্কে জানতে পারি। এবং ঈশ্বরের বাক্যের মাঝে পাওয়া সু-সমাচারের মাধ্যমেই একজন পাপী মানুষের পুনর্জন্ম হয়। তবে, তার বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বর কেবলই পাপীদের জন্য তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনা উন্মোচন তা নয়। তিনি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে নিজের আত্মপ্রকাশ করেন। সেজন্য পিতর তাঁকে এক জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য বলেছেন।

পিতর ঈশ্বরের বাক্যকে একটি অবিনশ্বর বীজের সাথে তুলনা করেন। কোনো বীজের আকর্ষণীয় দিক হল যে, এটি বপনের আগে থাকে শুষ্ক এবং নিস্তেজ তাতে জীবনের কোনো চিহ্নই থাকে না। কিন্তু যখনই বীজটি কোনো সঠিক জায়গায় পড়ে, স্যাঁতসেঁতে এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ মাটিতে রোপণ করা হয়, তাহলে আমরা যখন মাটির উপরিভাগে জীবনের চিহ্নের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি তখন বীজটি থেকে একটি জীবন বেরিয়ে আসে। জীবনের সঞ্জারনের জন্য যেমন কোনো বীজকে সঠিক

অবস্থানে বপন করা প্রয়োজন, তেমনি একজন বিশ্বাসীর হৃদয়ের উর্বর জমিতে বপন হওয়ার জন্য ঈশ্বর বাক্য অপেক্ষা করছেন। এবং তারপর, পবিত্র আত্মার সাহায্যে, তাঁর বাক্য অঙ্কুরিত হবেন, শিকড় গজাবেন এবং বৃদ্ধি পাবেন, এবং তা যাকেই স্পর্শ করবে তাতে জীবন ও সৌন্দর্য বয়ে আনবে।

যখন আমরা ঈশ্বরের জীবিত এবং স্থায়ী বাক্য খুলে ধরে, তখন আমরা মহাবিশ্বের ঈশ্বরের মুখোমুখি হই যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সবকিছু নতুন করে তৈরি করছেন। আর আমরা যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করি, আমাদের জীবনের রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। শুষ্কতা অনুভব করছেন এমন কোনো ক্ষেত্র হয়তো আপনার জীবনে থাকতে পারে। হয়তো হারানোদের প্রতি আপনার ভালোবাসা হ্রাস পেতে চলেছে অথবা হতে পারে ঈশ্বরের মিশনের/পরিকল্পনার প্রতি আপনার অনুরাগ মিটে গেছে। ঈশ্বরের জীবিত এবং চিরস্থায়ী বাক্য আপনার জীবনের প্রতিটি নিস্তেজ, শুষ্ক এবং মৃত ক্ষেত্র সমূহকে স্পর্শ করে পুনরায় নতুন ও অবিনশ্বর জীবনের সূচনা করার শক্তি কখনই হারিয়ে যায় না। আর যখনেই তাঁর বাক্য আমাদের জীবনকে স্পর্শ এবং রূপান্তরিত করে, আমরা যেখানে যায় যীশু আমাদের মুক্তির জন্য যা করেছেন তার সুখবর ঈশ্বরের এই অবিনশ্বর বীজকে বপন না করে।

প্রথম কবে আপনি সুসমাচারের বিষয়ে শুনেছেন তা ভাবুন। কেউ কি তা আপনার সাথে এটা শেয়ার করেছিল? তার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই মুহূর্তের উপর প্রতিফলন করুন।

ঈশ্বরের বাক্য যেহেতু শব্দটি জীবন্ত এবং চিরস্থায়ী, আপনার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রকে বাক্য এই সপ্তাহে নতুনীকরণ করতে পারে?

ঈশ্বরের বাক্য সবকিছুকে নতুন করে তৈরি করে

১ পিতর ১:২৩ পদ

নশ্বর কোন বীজ থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের জীবন্ত চিরস্থায়ী বাক্যরূপী অবিনশ্বর বীজ থেকে তোমরা নবজন্ম লাভ করেছ।. .

ঈশ্বর, আমি বিশ্বাস করি যে তোমার বাক্য একটি অবিনশ্বর বীজ যা আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নতুনীকরণ করতে পারে। আমি সামনে আমার ভগ্নতা, বিভ্রান্তি এবং নিরাপত্তা-হীনতা তোমার কাছে নিয়ে আসতে পারি, এটা জেনে যে তুমি তোমার বাক্যর বীজের মাধ্যমে আমাকে সম্পূর্ণ, আত্মবিশ্বাসী এবং সুরক্ষিত করেন। তুমি আমাকে মৃত্যু থেকে জীবন দিয়েছ আর আমার মাঝে যে ভাল কাজ শুরু করেছো তা শেষ করতে সমর্থ। প্রভু, আমি প্রার্থনা করি যেন তুমি আমার জীবনের পরিবর্তন অব্যাহত রাখবে যাতে আমার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের প্রতি তোমার ভালবাসা প্রতিফলিত করতে করতে পারি। তুমি আমার মাঝে তোমার বাক্যের যে বীজ বপন করেছো তার কারণে আমি যেখানেই যাই সেখানে তোমার সু-সমাচারের বিষয়ে কথা বলার জন্য আরও সাহসী হতে পারি।

আমিন

দিবস ২

ঈশ্বরের বাক্য আলোর ন্যায়

পড়ুন গীতসংহিতা ১১৯:১০৫-১১২ পদ

তোমার বাক্য আমার পথ নির্দেশের প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো। ***গীতসংহিতা ১১৯:১০৫ পদ।***

আরও পড়ুন গীতসংহিতা ১১৯:১৩০ পদ

গীতসংহিতা ১১৯ হল একটি প্রজ্ঞা-পূর্ণ গীত যা জীবনের নিখুঁত নির্দেশিকা হিসাবে ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যাখ্যা করে। ১০৫ পদে লেখক বলেছেন যে ঈশ্বরের বাক্য তার চরণের এবং পথের আলো বা বাতি। প্রাচীন Near East বা বর্তমান মধ্য প্রাচ্যে বাতি একটি চিমটিযুক্ত ঠোঁট সম্বলিত বাটির একপাশে বর্তিকাটিকে বসিয়ে রাখা হতো। বাটিটি তেল দিয়ে পূর্ণ করার বর্তিকাটিতে আগুন ধরিয়ে দিতে হতো যা কোনো অন্ধকার পথকে আলোকিত করার জন্য ছিল পর্যাপ্ত।

জীবন-যাপন সাথে আমরা প্রায়শই আমরা পাড়ি দিতে অক্ষম এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই: তখন পরিস্থিতি, ধারনা কিম্বা আদর্শগত সংগ্রাম মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমরা নিজেরাই তার সমাধান বের করার চেষ্টা করি, কিন্তু কোনো নির্দেশিকা ব্যতীত আমরা অন্ধকারে হোঁচট খাই। আমাদের সামনের অন্ধকার পথকে আলোকিত করার জন্য আমাদের একটি বিশ্বস্ত আলোর দরকার হয়ে পড়ে।

ঈশ্বরের বাক্যে আমরা সেই নির্দেশিকা খুঁজে পাই। ২ তিমথীয় ৩:১৬ পদে পৌল আমাদের বলেন যে সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বরের বাক্য থেকে সৃষ্ট, যার অর্থ আমরা বাইবেলে যে কথাগুলি খুঁজে পাই তার সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। আপনার জীবনে কি এমন বিশ্বস্ত কেউ আছে যখন তিনি আপনাকে কিছু বলেন, তখন তা আপনি বিনাবাক্যে বিশ্বাস করেন? আপনি এমন কাউকে বিশ্বাস করেন কারণ সময়ের সাথে সাথে তাদের চরিত্র আপনার কাছে প্রমাণ করেছে যে তারা বিশ্বস্ত। আর আমরা যদি একজন ব্যক্তির কথা এত বিশ্বাস করতে পারি, তাহলে আমরা কতই না আমাদের নিখুঁত ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করতে পারি, যিনি বারবার আমাদের কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত প্রমাণ করেছেন? ঈশ্বরের বাক্য একটি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা কারণ ঈশ্বর একজন বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক।

আপনি হয়তো বর্তমানে অতিক্রম ক্ষমতার বাইরে এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন—কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে বা কোনো প্রতিবন্ধকতামুলক পরিস্থিতির প্রতি আপনাকে সাড়া দিতে হচ্ছে। আপনার অন্ধকার পথে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের বাক্য একটি উজ্জ্বল আলো বাতি বা আলো যা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা সরবরাহ করে থাকেন। আর ঈশ্বরের বাক্য যে আপনাকে কেবল প্রজ্ঞা দেবেন তা কিন্তু না, বরং ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলার মাধ্যমে, আপনি এমন একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসাবে বেড়ে উঠবেন যে অন্ধকার এ জগতে তার আলো জ্বালিয়ে দিতে পারে।

এমন একটি সময়ের কথা ভাবুন কঠিন পরিস্থিতিতে যখন ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে প্রজ্ঞা সরবরাহ করেছিলেন। তার নির্দেশনার জন্য ধন্যবাদ জানাতে সময় কাটান।

ঈশ্বরের প্রশংসা করুন যে তিনি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য। আপনার জীবনে কি এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আপনি নির্দেশনার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে আরও ভালভাবে বিশ্বাস করতে পারেন?

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের *নির্দেশনা* দেন।

গীতসংহিতা ১১৯:১০৫ পদ

তোমার বাক্য আমার পথ নির্দেশের প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

স্বর্গীয় পিতা, তুমি আমাকে এই ত্রুটিপূর্ণ জগতের পথপ্রদর্শক হিসাবে তোমার নিখুঁত বাক্য দিয়েছ। তুমি ভাল, বিশ্বস্ত, সর্বজ্ঞ এবং দয়ালু বলেই আমি যে কোনও পরিস্থিতিতে তোমার নির্দেশনার উপর নির্ভর করতে পারি। তুমি আমার জীবন এবং আমার নেওয়া সিদ্ধান্তের বিষয়ে যত্নশীল। বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলা এবং অন্ধকারে আলো আনয়নে তোমার বাক্যের ক্ষমতা রেয়েছে। আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমি তোমার বাক্যকে আমার হৃদয়ের গভীরে ধারণ করার সময় তা কিভাবে অধ্যায়ন করতে হয় এবং আমার জীবনে প্রয়োগ করতে হয় তা আমাকে শিখাও।

আমিন

দিবস ৩

ঈশ্বরের বাক্য একটি দর্পনের ন্যায়

পড়ুন যাকোব ১:১৯-২৫ পদ

> কারণ কেউ যদি সেই বাণী অনুযায়ী কাজ না করে শুদু শুনেই যায়, তাহলে সে হবে এমন একজন লোকের মত যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখেই চলে যায় এবং পরক্ষণেই নিজের চেহারা কেমন তা ভুলে যায়। ***যাকোব ১: ২৩-২৪ পদ।***

আরও পড়ুন: রোমীয় ২:১৩ পদ

রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খ্রিস্টান ইহুদি ধর্ম থেমে আসা বিশ্বাসীদের কাছে জেমস এসব লিখছিলেন যারা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছিল এবং যারা এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে ঈশ্বরের বাক্যের অনুশীলনের পরিবর্তে তাদের চারপাশের লোকদের পার্থিব অনুশীলনগুলো অনুসরণ করে চলছিল। এবং তাই, তার চিঠি জুড়ে জেমস এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে কেবল ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করা-ই যথেষ্ট নয়। বরং বাক্য যা বলে তা আমাদের করতে হবে।

এখানে, জেমস যে বাক্য শুনে কিন্তু সে অনুসারে চলে না তাকে তিনি আয়নায় নিজেকে নিরীক্ষণ করে দেখে চলে যাওয়ার পর আয়নায় দেখা নিজেকে ভুলে যায় এমন একজন মানুষের সাথে তুলনা করেছেন। সাদৃশ্যটি অনেকটা হাস্যকর মনে হয়। আপনি কীভাবে নিজেকে এত কাছ থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার পরও কীভাবে নিজেকে ভুলে যেতে পারেন? কিন্তু জেমস সেই বিষয়টিই বোঝাতে চেষ্টা করছেন। আপনার চুল সোজা হয়ে আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে বা আপনার দাঁতে কিছু লেগে আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে আপনি কি সকালে আয়নায় নিজেকে দেখেন? এই প্রক্রিয়ায়,

আপনি যদি আপনার মুখে একটি বিশাল দাগ লক্ষ্য করার পরও কি আপনি আয়নার সামনে থেকে চলে যাবেন এবং সেই দাগটির ব্যাপারে ভুলে যাবেন? মুখে কোনো বড় দাগ দেখার পর উপেক্ষা করে চলে যাওয়া--মানে আপনি দেখতে কেমন তা ভুলে যাওয়া-- যেমন বোকামি, তেমনি- ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে জানা বা অবগত হওয়ার পর তা উপেক্ষা করে চলে যাওয়া বা তার অবাধ্য হওয়াও বোকামি।

আয়নার মতো ঈশ্বরের বাক্য প্রকৃত অর্থে আমাদের আত্মিক রূপ প্রদর্শন করেন। তাঁর বাক্য ব্যতীত, প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে, জেমসের শ্রুতাদের ন্যায় বিশেষ কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাপ করার অজুহাত তৈরি করে আমরা যা নই তা ভেবে নিয়ে নিজেদের সহজেই প্রতারিত করতে পারি। কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের জীবনে আঁকড়ে ধরি তখন তা সম্ভব হয় না। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মিক রূপ দেখতে পাই, আর আমরা অনুতপ্ত হওয়ার জন্য ও নিজেদের পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর দয়ার মুখোমুখি হই।

আমাদের প্রকৃত অবস্থা বা রূপ জানতে হলে আমাদের ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, কিন্তু আমরা সেখানেই থেমে যেতে পারি না। তারপর আমাদের সরে গিয়ে ঈশ্বরের বাক্য অনুশীলন করতে হবে...

আপনার জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া কিভাবে কাজ করতে দেখেছেন?

আপনার জীবনে এমন কোন ক্ষেত্র আছে কি যেখানে আপনি ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন? আপনার প্রতি তার ভালবাসা এবং অনুগ্রহের জন্য তার প্রশংসা করার জন্য একটু সময় নিন।

ঈশ্বরের বাক্য *আমাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে*

যাকোব ১: ২৩-২৪ পদ

কারণ কেউ যদি সেই বাণী অনুযায়ী কাজ না করে শুদু শুনেই যায়, তাহলে সে হবে এমন একজন লোকের মত যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখেই চলে যায় এবং পরক্ষণেই নিজের চেহারা কেমন তা ভুলে যায়।

হে প্রভু, আমি যখন আপনার বাক্য পড়ি, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমাকে আমার প্রকৃত রূপ ও আমাকে কিরূপে তৈরি করছো তা দেখাবে। আমার হৃদয় অনুসন্ধান কর এবং প্রকাশ কর কোথায় এবং কিভাবে আমার জীবনে তোমা বাক্যকে ব্যবহার করতে হবে। পরিত্রাণের মাধ্যমে বিনামূল্যে পাওয়া উপহারের বিশ্বাসের সাড়া হিসেবে তোমার বাক্য যা বলে তা করার জন্য আমাকে নম্র কর। পবিত্র আত্মা, তোমার শক্তির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেয় যা আমাকে ঈশ্বরের বাধ্য হতে, হৃদয় পরিবর্তন করতে এবং জীবনের পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে। যীশুর নামে-

আমিন

দিবস ৪

ঈশ্বরের বাক্য একটি হাতুড়ির ন্যায়

পড়ুন যিরমীয় ২৩:২৩-৩২ পদ

> হ্যাঁ, প্রভু বলেন, "আমার বার্তা হল আগুনের মতো। আমার বার্তা হল পাথরে আছড়ে পড়া হাতুড়ি, যা পাথরকেও গুঁড়িয়ে দেয়। *যিরমিয় ২৩: ২৯ পদ।*

আরও পড়ুন: প্রেরিত ২:৩৭-৩৮ পদ

নবী যিরমিয়র জীবদ্দশায় ইহুদি জাতির সময় ছিল খুবই উত্তাল। তিনি রাজা জোসিয়ার সময় কালে নবী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। রাজা জোসিয়া ছিলেন ইহুদি জাতির শেষ বিশ্বস্ত রাজা এবং যিরমিয় সম্রাট নেবুক্যাডনেযার কর্তৃক জেরুজালেম ধ্বংস করার আগে ও ইসরাইলিদের ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে আসার সময়ের বছরগুলিতে ভবিষ্যৎবাণী করা চালিয়ে যান।

যিরমিয়ের সম্পূর্ণ পরিচর্যা জুড়ে, তিনি ইসরাইলিদের তাদের মন্দতা ও মূর্তিপূজারী পথ থেকে ফিরে আসতে এবং এক সত্য ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনায় ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাদের জন্য আসন্ন বিচারের তিক্ত বার্তা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু লোকজন যিরমিয়ের কথা শুনেনি। তার কথা শুনার পরিবর্তে তারা মিথ্যা নবীদের কথা শোনা শুরু করে দিয়েছিল। সেসব নবীরা ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণার পরিবর্তে সেসব লোকজন যা শুনতে চাইতো সেসব আকর্ষণীয় কথাবার্তা বলতো।

ভণ্ড নবীদের দ্বারা উচ্চারিত এইসব অর্থহীন এবং ফাঁকা-বুলির বিপরীতে ঈশ্বরের বাক্য হল একটি হাতুড়ি ন্যায় যা কঠিন-তম পাথরকেও টুকরো টুকরো করতে সক্ষম। আপনি যখন "হাতুড়ি" শব্দটি দেখলেই আমাদের বাড়ির চারপাশে বেশিরভাগ কাজে কাঠমিস্ত্রিদের পেরেক মারার জন্য ব্যবহৃত

হাতুড়ির কথা মনে হতে পারে। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে এটিকে একটি কাঠমিস্ত্রির ব্যবহৃত হাতুড়ি না ভেবে বরং এটিকে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কোনো ধাতুর আকৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত কোনো কামারের হাতুড়ির কথা চিন্তা করাই ভালো।

যীশুর সাথে চলার সময় আমাদের হৃদয় শক্ত হয়ে যাওয়া সম্ভব। যা কোনো অস্বীকার করা গোপন পাপ, ক্ষমাহীনতা থেকে সৃষ্টি তিক্ততা, বা আমাদের প্রার্থনার উত্তর না পাওয়ার কারণে আমাদের হৃদয়ে জন্ম নেওয়া কোনো অবিশ্বাস থেকে হতে পারে। এই সময়টাতে আমরা নিজেদেরকে অবিরতভাবে সামাজিক মাধ্যম স্ক্রোল করতে করতে অনলাইনে নেতিবাচক খবর পড়ি এবং ঈশ্বরের বাক্য মেনে চলার চেয়ে বেশি টেলিভিশন দেখে সময় পার করে থাকতে পারি।

কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য খুলি, তখন আমরা আমাদের উপরে তাঁর হাতুড়ির ওজন অনুভব করি, যা আমাদের নম্রতা ও অনুশোচনার দরুন আমাদের পাপ, তিক্ততা এবং কঠোর হৃদয়ের অবিশ্বাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম।

কীভাবে আপনি ঈশ্বরের বাক্য আপনার হৃদয়কে কোমল করার অভিজ্ঞতা পেয়েছেন? আপনার হৃদয়কে পরিবর্তন করার ক্ষমতার জন্য তাকে ধন্যবা দিন।

আপনার কাছে এমন কোন বিশেষ মুহূর্ত বা কষ্ট রয়েছে যা আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে "মিথ্যা নবীদের বা শিক্ষকদের" অনুসরণ করতে বাধ্য করেছে?

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের অন্তরকে *কোমল* করে

যিরমিয় ২৩:২৯

হ্যাঁ, প্রভু বলেন, "আমার বার্তা হল আগুনের মতো। আমার বার্তা হল পাথরে আছড়ে পড়া হাতুড়ি, যা পাথরকেও গুঁড়িয়ে দেয়।

ঈশ্বর তুমি যে কারো চেয়ে আমার হৃদয়কে ভাল করে জান এবং এমনকি তোমার পথ থেকে ছিটকে পড়ার পরও তুমি আমাকে ভালবেসেছ। আমি কিভাবে তোমার পথ থেকে ছিটকে পড়েছি তা তুমি আমাকে দেখাও এবং পুনরায় আমাকে শক্ত ভিত্তিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তোমার বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপনের চেয়ে পৃথিবীর বস্তুর উপর বিশ্বাস রাখার জন্য আমি অনুশোচনা করছি। তোমার বাক্যে আমার পাথরের হৃদয়কে মাংসের হৃদয়ে পরিণত করার ক্ষমতা রয়েছে। তুমি যাতে আমাকে নতুন করে তৈরি করতে পার তাই আমি নিজেকে তোমার কাছে তুলে ধরি। ঈশ্বর, তুমি আমার হৃদয়কে কোমল করার পাশাপাশি আমার চারপাশের লোকদের কাছে তোমার বাক্য নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে ক্ষমতা দাও। যীশুর নামে এই প্রার্থনা,

আমিন

দিবস ৫

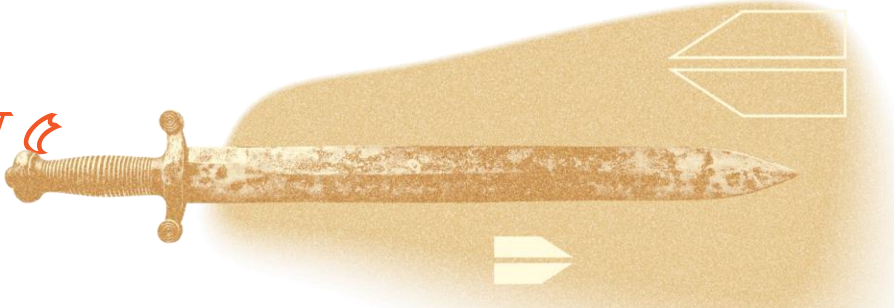

ঈশ্বরের বাক্য একটি তরবারির ন্যায়

পড়ুন ইব্রীয় ৪:১-১২ পদ

> কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক। *ইব্রীয় ৪:১২ পদ।*

আরও পড়ুন: ইফিষীয় ৬:১৩-১৭ পদ

ইব্রীয় পুস্তকের ৪:১২ পদ পর্যন্ত, লেখক আমাদের জন্য রাখা ঈশ্বরের বিশ্রাম-বার সম্পর্কে বলেছেন। এই বিশ্রামবারে ইস্রায়েলীয়দের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হলেও, তাদের অবাধ্যতা এবং অবিশ্বাসে তারা এই বিশ্রামবারে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। এখন, এই বিশ্রামবার বিশ্রাম যারা খ্রীষ্টে রয়েছে তাদের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে, কিন্তু ইব্রীয় পুস্তকের লেখক আমাদের সতর্ক করেছেন যেন এই বিশ্রামবার বিশ্রামকে ইস্রায়েলীয়দের মতো সদাসিদ্ধভাবে না নেই, যাতে আমরাও একই ধরণের অবাধ্যতার শিকার না হই।

ইব্রীয় পুস্তকের লেখক তারপর ঈশ্বরের বাক্যে শক্তি সম্পর্কে বলেন, যাতে তিনি বাক্যকে একটি দ্বি-ধারী তরবারির সাথে তুলনা করেন। তলোয়ার বা তরবারির কথার ক্ষেত্রে আরা বিভিন্ন ধরনের ব্লেড দেখতে পাই, যার প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে সজ্জিত করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু তরবারিতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, আবার কিছু কিছু তরবারি নির্ভুলতার তৈরি করা হয়। উভয় দিকে ধারালো একটি দ্বি-ধারী তলোয়ার নির্ভুলতার সাথে এর লক্ষ্য ছেদ করার জন্য অনন্যভাবে ডিজাইন করা হয়।

আমরা যেমন জেমসের কাছ থেকে শিখেছি যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে, এবং আমরা যেমন যিরমিয় থেকে শিখেছি যে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পাপ-কঠোর হয়ে যাওয়া হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ক্ষমতা রয়েছে। আর এখন এখানে ইব্রীয়তে আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বরের বাক্য একটি দুই-ধারা তলোয়ারের মতো যা আমাদের আত্মা এবং সত্তাকে, অস্থিমজ্জার বিভাজনকে ছেদ করতে সক্ষম। মূলত, এর মানে এই যে বাক্য আমাদের সত্ত্বার গভীরে এবং জীবনের মৌলে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু লেখক আরও বলেন যে ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত এবং সক্রিয়, যার মানে তা কেবল তা আমাদেরকে আমাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে এবং আমাদের পাপের অনুশোচনা তাড়না দিয়ে আমাদের হৃদয়কে বিদ্ধ করে না, বরং আমাদের ভেতরে-বাহিরে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা বাক্যের রয়েছে।.

যখন আমরা যীশুতে আমাদের পরিত্রাণের জীবনযাপন করি, আমরাও সেই একই অবাধ্যতা এবং অবিশ্বাসের কারণে পতিত হতে চাই না যা ইস্রায়েলীয়রা মরুভূমি করেছিল। বরং আমরা যখন ঈশ্বরের জীবন্ত এবং সক্রিয় বাক্য পাঠ করি তখন এই দুই-ধারা তলোয়ারটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরের কিসের অবস্থান তা দেখিয়ে দিয়ে এবং বাধ্যতা আর বিশ্বাসে সাড়া দেওয়ার সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে আরও বেশি করে খ্রীষ্টের মতো করে রূপান্তরিত করে।

বিশ্বাস এবং অনুতাপ হল ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার যা আমাদের তাঁর আরও কাছে নিয়ে আসে। আপনি কি এই উপহারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন?

____

____

____

আপনার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি বাক্যের পরিবর্তন দেখতে বিশ্বাস করেন?

____

____

____

ঈশ্বরের বাক্য *আমাদের পরিবর্তন করে*

ইব্রীয় ৪:১২

কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক।

হে প্রভু, তোমার জীবন্ত এবং সক্রিয় বাক্যের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ যা আমাকে ভিতর-বাইরে রূপান্তরিত করে। তোমার বাক্য আমার হৃদয়ের কঠিন ক্ষেত্রগুলিকে বিদ্ধ করছে জেনেও আমি তাতে জীবন-যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রভু, আমি যে জগতের মাপকাঠিতে নিজেকে সপে দিয়েছিলাম তার জন্য আমি অনুতপ্ত হই। আমি প্রার্থনা করি যেন প্রাত্যহিক জীবনে তোমার বাক্য ধ্যান করার সাথে সাথে তুমি আমাকে পরিবর্তন ও পুনরুজ্জীবিত করো। তোমার বাক্য পড়ার সময় তুমি আমার বিশ্বাস বৃদ্ধি কর এবং আমাকে খ্রীষ্টের মতো করে গড়ে তোল।

আমিন

সারাংশ

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের ভিত্তি

পড়ুন মথি ৭:২৪-২৭ পদ

> অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। মথি ৭:২৪ পদ

আরও পড়ুন: ১ পিতর ২:৪-১০ পদ

পাহাড়ে শিষ্যদের এবং জনসাধারণের কাছে দেওয়া শিক্ষায় যীশু ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে আমাদের জীবন কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করেছিলেন। তারপরে তিনি এই সতর্কবাণী দিয়ে তাঁর বিখ্যাত শিক্ষাটি সমাপ্ত করেন: তোমরা কি একজন বুদ্ধিমান নির্মাতার মতো আমার বাক্যের পাথরের উপর তোমাদের জীবন গড়বে? নাকি তোমরা একজন নির্বোধ-বোকা নির্মাতার মতো আমার বাক্যকে উপেক্ষা করে বালির উপর তোমাদের জীবন গড়বে?

আপনি যদি ঘন ঘন বন্যা হয় এমন কোথাও বাস করেন, যীশু যে শক্তিশালী ভিত্তির উপর জীবন গড়ার যে দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন তা আপনার সাথে মিলে যেতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি প্রচণ্ড বেগে সুন্দর ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিয়ে বয়ে যেতে পারে। আর ঠিক তেমনটি কোন ঝড়-বৃষ্টি কোন ভবনের ভিত্তি কতটুকু শক্তিশালী তার অবস্থা প্রকাশ করে, তেমনি জীবনের ঝড়-বৃষ্টি আমাদের জীবন ঈশ্বরের বাক্যের শক্ত ভিত্তির উপর গড়া কিনা তা প্রকাশ করে।

এই সপ্তাহে, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের আধ্যাত্মিক পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় রুটি মতো, আমাদের হৃদয়ে রোপিত ফলবান কোনো বীজ, সকল জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করা ও অন্ধকার পথ আলোকিত করা আলো, আমাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা আয়না, আমাদের পাপিষ্ঠ-

কঠিন হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে সক্ষম হাতুড়ি, এবং আমাদের গভীর সত্তাকে বিদ্ধ করতে সক্ষম একটি তলোয়ারের মতো, যা আমাদের মাঝে পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম।

এখন প্রশ্ন হল, এই উপবাস থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনি কি করবেন? আপনি কি শক্ত ভিত্তির উপর জীবন গড়া একজন বুদ্ধিমান নির্মাতা হবেন? এই সপ্তাহে আমরা যেভাবে একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে শুনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তেমনি শক্ত ভিত্তির উপর জীবন গড়ার জন্য বছরের কেবল পাঁচটি দিনের উপবাস পালন যথেষ্ট নয়। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা এবং তাঁর বাক্য মেনে চলার প্রতিদিনকার জীবনধারা মাধ্যমেই আমরা জীবনের ঝড়-বৃষ্টি আঘাত হানতে অক্ষম এমন শক্ত ভিত্তির উপর জীবন গড়তে সক্ষম হই

ঈশ্বরের বাক্যে থাকা মানে যীশুতে থাকা যিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য। যীশু কি আপনার জীবনের ভিত্তি যার উপর আপনার জীবন গড়ে উঠেছে?

"abide" শব্দের অর্থ হলো "কোনো অবস্থায় স্থির বা দৃঢ় থাকা; বা কোনো অবস্থানে বলবত থাক।" ২০২২ সালে এবং তার পরের সময়ে, আপনি ঈশ্বরের বাক্য পড়া, বোঝা, বিশ্বাস করা এবং মেনে চলার ক্ষেত্রে কীভাবে নতুন অঙ্গীকার করবেন?

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের *দৃঢ় ভিত্তি*

মথি ৭:২৪

অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিল।

স্বর্গীয় পিতা, এই সপ্তাহে আমার জীবনে তুমি যা করেছ তার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেই। ধন্যবাদ দেই যে আমি যখন তোমার সন্ধান করি তখন তুমি আমাকে দেখা দিয়েছ এবং আমার সাথে কথা বলার জন্য তুমি বিশ্বস্ত। আমি যাতে তোমার শক্ত ভিত্তির উপর আমার জীবন গড়তে পারি সেইজন্যে তুমি আমাকে তোমার বাক্যের উপহার দিয়েছো। প্রতিদিন তোমার বাক্য মেনে চলতে আমাকে সাহায্য কর যাতে আমি তা আমার হৃদয়ে লুকিয়ে রাখতে পারি এবং তোমার জীবন-পরিবর্তনকারী শক্তি অনুভব করতে পারি। যীশুর নামে আমি প্রার্থনা করি,

আমিন

Every Nation is [illegible]ily of churches